



স্বাধীন ভারতে খেলাধুলায় মেয়েরা: বিষয় ব্যাডমিন্টন

অসীম বিশ্বাস

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়, বাড়গ্রাম

সংক্ষিপ্তসার: ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা প্রচলিত আছে সুদীর্ঘ কাল ধরে। এখানে খেলা বলতে বোঝায় জনজাতীয় বিভিন্ন খেলা থেকে শুরু করে মূল ধারার বিভিন্ন খেলাধুলা যেমন ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, ফুটবল, দাবা ইত্যাদি। ভারতের সংস্কৃতি, মানুষ এবং জনজাতিগুলির ভিন্নতা, উপনিবেশিক উত্তরাধিকারের প্রভাব দেশের বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া শাখায় প্রতিফলিত হয়। ভারতের খেলাধুলার ইতিহাসের ইতিহাস অতি প্রাচীন। প্রাচীন ভারতে শারীরিক সংস্কৃতি ধর্মীয় অধিকার দ্বারা চালিত হত। অথর্ববেঁধে উল্লেখ আছে, “কর্তব্য আমার ডান হাতে এবং আমার বামে বিজয়ের ফল”। ভারতবর্ষে প্রচলিত বিভিন্ন খেলাধুলার মধ্যে একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য আধুনিক খেলা হল ব্যাডমিন্টন খেলা। এই খেলাটি ইংল্যান্ডে পরিচিত একটি পুরনো বাচ্চাদের খেলা। তা থেকে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে ব্যাটেলডোর শাটলকক। ভারতের জনপ্রিয় একটি খেলা এটি। ব্যাটেলডোরটি ছিল একটি প্যাডেল এবং শাটলকক একটি ছোট পালক যুক্ত কর্ক। এখন সাধারণভাবে এটি “পাখি” নামে পরিচিত। আর এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই ব্যাডমিন্টনের সূচনা হয়েছিল ভারতে। পুণায় ব্রিটিশ সেনাশিবিরে এই খেলা প্রথম শুরু হয়েছিল। তখন এর নাম ছিল “পুণা”। বর্তমানে এই খেলা ব্যাডমিন্টন নামে পরিচিত। ভারতে এ খেলা যথেষ্ট জনপ্রিয়। এই খেলায় বিভিন্ন ইভেন্টে পুরুষ এবং মহিলা উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। পুরুষদের পাশাপাশি ভারতীয় মহিলা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় বা তারকারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। আমি আমার গবেষণা নিবন্ধে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ব্যাডমিন্টন খেলায় ভারতের মেয়েদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

সূচক শব্দ: স্বাধীন ভারত, খেলাধুলা, ব্যাডমিন্টন, র্যাকেট-ক্রীড়া, শাটল কক, কোর্ট, একক, দ্বৈত, দ্বৈত-মিশ্র, অলিম্পিক, বিডব্লিউএফ (BWF), পুল্লেলা গোপীচাঁদ, কমনওয়েলথ, অলিম্পিক।

মূল আলোচনা

খেলাধুলার ইতিহাস খুবই প্রাচীন। মানুষের জীবনে খেলাধুলার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে রোমান কবি জুভেনাল বলেছেন, “মানুষ দুটো জিনিসের জন্য আকুল হতে পারে- রুটি ও খেলাধুলা”। ১৯৭০ এর দশক নাগাদ ইউরোপের খেলার ইতিহাস চর্চার সূচনা ঘটে। ঐতিহাসিক হবস উল্লেখ করেছেন যে, বিংশ শতকে ইউরোপীয় জীবনধারার অন্যতম প্রধান সামাজিক অভ্যাস হলো খেলাধুলা। কোনো সমাজের খেলাধুলা সেই সমাজের সরূপ প্রকাশ করে থাকে। খেলাধুলায় কোনো সমাজের মেয়েদের অংশগ্রহণ সেই সমাজে নারী স্বাধীনতার প্রমাণ



দেয়। খেলাধুলা জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, ক্ষুদ্র মানসিকতা পরিত্যাগ করে সমাজ বিবর্তন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তৈরিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। খেলাধুলাই পারে পৃথিবীর সকল মানুষকে একটি জায়গায় সমবেত করে সম্প্রীতির বন্ধনকে অটুট বাঁধনে বেঁধে রাখতে। মানুষের বিনোদনের বা অবসর যাপনে খেলাধুলার ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। আজ স্বভাবতই সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব বিশ্লেষণ ঐতিহাসিকের আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্প বিপ্লবের পর দেখা যায় খেলাধুলায় 'ভদ্রলোকের খেলা' ও 'সাধারণের খেলা'র বিভাজন রেখা তৈরি হয়। তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে শ্রেণিবিভাজিত সমাজের পরিচয় বা আইডেন্টিটি। আবার নানা ক্ষেত্রেই খেলা হয়ে ওঠে জাতীয়তাবোধের প্রতীক। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মহামিলনের সেতু। ভারত দেশ হিসাবে তাই দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খেলার মাধ্যমে বিশ্বজনীন আত্মবোধ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য খেলা হলো ব্যাডমিন্টন খেলা। এই খেলাতে পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে তাঁদের পরিচিতি নির্মাণ করেছে।

বাটলডোর ও শশাটককের পূর্ববর্তী খেলা থেকে ব্রিটিশ ভারতে খেলাটির বিকাশ হয়েছিল। এক সময় ইউরোপীয়দের মধ্যে ডেনমার্ক খেলাটিতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল কিন্তু খেলাটিতে সাম্প্রতিক চীনের আধিপত্য রয়েছে বহুল পরিমাণে। পাশাপাশি এটি এশিয়ার মধ্যে খুব জনপ্রিয় খেলা হয়ে উঠেছে বর্তমানকালে। ভারতেও এই খেলাটি খুবই জনপ্রিয়। এই খেলার মাধ্যমে বিশ্বে খেলাধুলা জগতে ভারত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। ১৯৯২ সাল থেকে ব্যাডমিন্টন খেলাটি চারটি ইভেন্ট সহ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে শুরু হয়। এই বিভাগগুলি হলো- পুরুষ একক, মহিলা একক, পুরুষ দ্বৈত এবং মহিলা দ্বৈত। তবে এর চার বছর পরে ১৯৯৬ সালে মিশ্র দ্বৈতও যোগ করা হয় অলিম্পিক খেলাতে। উচ্চস্তরে খেলার জন্য খেলোয়ারদের দৈহিক সামর্থ্য যেমন- খেলোয়ারদের অ্যারোবিক স্ট্যামিনা, ক্ষিপ্ততা, শক্তি, গতি এবং নির্ভুলতা প্রয়োজন। এটি একটি প্রযুক্তিগত খেলাও বটে। এটি প্রতিনিয়ত খেলার জন্য প্রয়োজন ভালো যান্ত্রিক সরঞ্জাম, সমন্বয় এবং আধুনিক র্যাকেটের বিকাশ।^১

যদিও ব্যাডমিন্টনের সূচনা ইংল্যান্ডে হহয়েছিল তবে প্রতিযোগিতামূলক পুরুষদের ব্যাডমিন্টন ঐতিহ্যগতভাবে ডেনমার্কের দ্বারা ইউরোপে প্রাধান্য পেয়েছিল কিন্তু বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এশিয়ার দেশগুলো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। ভারত সহ চীন, ডেনমার্ক, ইন্দোনেশিয়া, এশিয়া, দক্ষিণ করিয়া, তাইওয়ান(চীনা তাইপেই), জাপান প্রভৃতি দেশগুলি অপরাপদ দেশের থেকে ব্যাডমিন্টন খেলায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এরা বিগত কয়েক দশক ধরে ধারাবাহিকভাবে বিশ্বমানের খেলোয়াড় তৈরি করেছে। সম্প্রতি পুরুষ ও মহিলাদের প্রতিযোগিতায় চীন পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারতও উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সাম্প্রতিক কালে খেলাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি জনপ্রিয় বাড়ির উঠোন খেলায় পরিণত হয়েছে। ভারতও এই খেলায় জনপ্রিয়তায় বিশ্বমানের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে।

অধুনা ভারতের খেলাধুলার মধ্যে রয়েছে ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, লন টেনিস, টেবিল টেনিস, গলফ, দাবা, কাবাডি, ভারতোলন, কুস্তি, শুটিং, স্কোয়াশ, তীরন্দাজ, ভলিবল ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি। ভারতে এই সমস্ত বিভিন্ন



খেলার মধ্যে ব্যাডমিন্টন একটি উল্লেখযোগ্য খেলা। এই খেলা বিস্তৃতভাবে খেলা হয় এবং এটি ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা। ব্যাডমিন্টন ভারতের দ্রুত ক্রয়বর্ধমান জনপ্রিয় একটি খেলা। ব্যাডমিন্টনের জনপ্রিয়তা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে খুব দ্রুত গতিতে বেড়েছে। ভারতীয় শাটলার অপর্ণা পোস্ট, সাইনা নেহওয়াল, কে. শ্রীকান্ত, এবং পিভি সিন্ধু বর্তমান বিডব্লিউএফ তালিকায় শীর্ষ ১০ এর মধ্যে রয়েছে। প্রকাশ পাডুকোন এই খেলায় এবং তারপরে বিশ্বের প্রথম স্থান অধিকারী ভারত থেকে প্রথম খেলোয়াড় ছিলেন কে.শ্রীকান্ত। অন্যান্য সফল খেলোয়াড়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- অপর্ণা পোপট, পুঞ্জলা গোপীচাঁদ, প্রকাশ পাডুকোন, সৈয়দ মোদী, চেতন আনন্দ, পারুপল্লী কাশ্যপ, প্রণয় কুমার, অশ্বিনী পোন্নাপ্পা, চিরাগ শেঠি, এন. সিক্কি রেড্ডি প্রমুখ। প্রকাশ পাডুকোন ১৯৮০ সালে এবং পুঞ্জলা গোপীচাঁদ ২০১১ সালে 'অল ইংল্যান্ড ওপেন টুর্নামেন্টে' ভারতীয় হিসেবে সম্মানজনক শিরোপা জিতেছেন। এ বিষয়ে মহিলা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়রা ভারতের সম্মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে চলেছে। সে বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন। যে সকল মহিলা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় ভারতবর্ষের সম্মান ও গৌরব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন- মিনা শাহ, দময়ন্তী তাম্বে, অপর্ণা পোপট, অদিতি মুতাতকার, অশ্বিনী পোন্নাপ্পা, অশ্বিতা চালিহা, আকর্ষি কাশ্যপ, ঋতুপর্ণা দাস, এন.সিক্কি রেড্ডি, গায়ত্রী গোপীচাঁদ, জ্বালা গুট্টা, তাসনিম মীর, পি ভি ভি লক্ষী, পিভি সিন্ধু, মালবিকা বাসোড়, রশিকা রাজে, বৃশালী গুম্মাদি, অনুপমা উপাধ্যায়, রুথভিকা শিবানী, সাইনা নেহওয়াল প্রমুখ।

অপর্ণা পোপট (জন্ম: ১৮ জানুয়ারি, ১৯৭৮): একজন প্রাক্তন ভারতীয় মহিলা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। তিনি ১৯৯৭-২০০৬ সালের মধ্যে ন'বার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন, যা ভারতীয় মহিলা ব্যাডমিন্টনের ইতিহাসে একটি বিরল ঘটনা। অপর্ণা পোপট ১৯৭৮ সালের ১৮ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের মুম্বাইতে একটি গুজরাটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম লালজি পোপট এবং মায়ের নাম হিনা পোপট। তিনি মুম্বাইয়ের জে.বি. পেটিট উচ্চ বিদ্যালয় এবং ব্যাঙ্গালোরের কাউন্ট কারমেল কলেজে পড়াশোনা করেন। এরপর মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্য শাখায় স্নাতক হন অপর্ণা।

অপর্ণা পোপট মুম্বাইয়ে ১৯৮৬ সালে ব্যাডমিন্টন খেলতে শুরু করেন। আট বছর বয়সে তিনি যখন কোচিংয়ের জন্য অনিল প্রধানের কাছে আসেন, তখন তিনি মেয়েটির মধ্যে একটি আশার আলো দেখেন এবং তাঁর বাবাকে বলেন, “আমাকে এই মেয়েটিকে দিন এবং আমি ওকে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের মানচিত্রে রাখবো”। অনিল নিজে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কারণে তিনি খেলার অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করেছিলেন অপর্ণাকে। ১৯৯৪ সালে অপর্ণা ব্যাঙ্গালোরে 'প্রকাশ পাডুকোন ব্যাডমিন্টন একাডেমিতে' যোগদান করেন। অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপের প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন কিংবদন্তি প্রকাশ পাডুকোনের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ নেওয়াকালীন তিনি নিজের ফিটনেস আরো বাড়িয়ে তোলেন এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরো প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবাপন্ন হওয়ার কৌশল আয়ত্ত্ব করেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করার জন্য ২০০২ সালে তিনি ব্যাঙ্গালোরের কঙ্গারিতে 'স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ট্রেনিং



সেন্টারে' যোগদান করেন। সেখানে তিনি কোচ গাঙ্গুলীপ্রসাদের অধীনে খেলাটির কৌশল আরও ব্যাপকভাবে আয়ত্ত করেছিলেন।^২

তিনি ১৯৯৭ সালে হায়দ্রাবাদে তাঁর প্রথম সিনিয়র জাতীয় পদক জেতেন। ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি সিনিয়র ন্যাশনাল শিরোপা জেতেন এবং ক্রমাগত ভাবে প্রকাশ পাড়ুকোনের ন'টি একক পদক জয়ের জাতীয় রেকর্ডের সমান রেকর্ড গড়ে তোলেন। মহিলা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হিসাবে এটি ভারতবর্ষের খেলার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে ব্যাঙ্গালোরে ১৫ বছর বয়সী সাইনা নেহওয়ালকে পরাজিত করে ২৭ বছর বয়সে তিনি ন'টি সিনিয়র জাতীয় পদকের সর্বশেষটি অর্জন করেছিলেন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাঁর কৃতিত্বগুলি হল ১৯৯৬ সালে 'ওয়ার্ল্ড জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপের' রৌপ্য পদক এবং মোট তিনটি কমনওয়েলথ এ চারটি পদক জয়লাভ করেন। এছাড়াও তিনি দু'টি অলিম্পিক গেমস এবং একটি এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২০০৫ সালে তিনি ভারত সরকার প্রদত্ত খেলাধুলার সর্বোচ্চ সম্মান সূচক সম্মাননা 'অর্জুন পুরস্কারে' ভূষিত হন। যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট হিলারি ক্লিংটন এবং ইএসপিএনডব্লিউ দ্বারা প্রচারিত একটি উদ্যোগ 'গ্লোবাল স্পোর্টস মেন্টরিং প্রোগ্রামে'র জন্য বিশ্বব্যাপী নির্বাচিত ১৭ জন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হন। এই মর্যাদাপূর্ণ কর্মসূচিটির লক্ষ্য ছিল খেলাধুলার মাধ্যমে নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন করানো।^৩

জ্বালা গুট্টা (জন্ম: ৭সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩): একজন বাঁ হাতি ভারতীয় ব্যাডমিন্টন মহিলা খেলোয়াড় জ্বালা গুট্টা। তাঁর জন্মস্থান মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা। জ্বালা গুট্টা খুব কম বয়স থেকেই ব্যাডমিন্টন খেলা শুরু করেন। তাঁর বাবা ভারতীয় এবং মা চীনা। তিনি ভারতের সবচেয়ে সফল পারদর্শী দ্বৈত খেলোয়াড় এবং ১৯৯০ এর দশকের শেষের দিক থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আবর্তে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি ১৪ বার জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা জিতেছেন। ২০০০ সাল থেকে তিনি ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর কর্মজীবনের প্রারম্ভে শ্রুতি কুরিয়েনের সঙ্গে খেলেছেন। কিন্তু অশ্বিনী পোন্নাপ্পা জুটির সাথে সব থেকে বেশি আন্তর্জাতিক সাফল্য পান জ্বালা গুট্টা। অশ্বিনী পোন্নাপ্পার সাথে জুটি বেঁধে খেলে তিনি ২০১৫ সালে বিশ্বের প্রথম দশটি জুটির মধ্যে উঠে আসেন। গুট্টা, পোন্নাপ্পার সাথে মহিলা জুটিতে এবং ভি. ডিজুর সাথে মিশ্র জুটিতে লন্ডন অলিম্পিকে দুটি ইভেন্টের জন্য যোগ্যতা অর্জনকারী প্রথম ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হিসাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। গুট্টা তাঁর দক্ষতা ডানহাতে স্ট্রোক খেলার জন্য পরিচিত এবং একটি ফোরহ্যান্ড সার্ভিস ব্যবহার করা খুব কম সংখ্যক ডাবলস খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনি অন্যতম একজন। আই. বি. এল. এর খেলাতেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।^৪

২০১১ সালে লন্ডনে ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন আয়োজিত ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে অসংখ্য পদকসহ ব্রোঞ্জ পদক ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের জন্য জিতেছেন গুট্টা। ২০১০ ও ২০১৪ সালে কমনওয়েলথ গেমসে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পেয়েছেন মহিলা দ্বৈত প্রতিযোগিতায়, যা এই বিভাগে দেশের জন্য প্রথম। অন্যান্য কৃতিত্বের মধ্যে নতুন দিল্লিতে ২০১৪ সালে থমাস কাপ ও উবের কাপে ঐতিহাসিক ব্রোঞ্জ পদক লাভ। একই বছরে ব্যাডমিন্টন এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের ব্রোঞ্জ পদক এবং বহু বড় আন্তর্জাতিক ইভেন্টের সেমিফাইনালে উপস্থিতি বিশেষ করে



২০০৯ ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন সুপার সিরিজের মাস্টার্স ফাইনাল খেলায় অংশগ্রহণ করেন। তবে তাঁর সবচেয়ে বেশি সাফল্য এবং পদক প্রাপ্তি ঘটেছে অশ্বিনী পোন্নাপ্পার সঙ্গে জুটি বেঁধে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে।

অশ্বিনী পোন্নাপ্পা (জন্ম: ১৮সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯): অশ্বিনী পোন্নাপ্পা হলেন একজন ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়, যিনি মহিলাদের দ্বৈত ও মিশ্র উভয় শ্রেণিতেই আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাঁর সহ খেলোয়াড় জ্বালা গুট্টার সাথে সফল অংশীদারিত্ব রয়েছে। জ্বালা গুট্টা ও অশ্বিনী পোন্নাপ্পার জুটি কমনওয়েলথ গেমসে স্বর্ণপদক এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে একটি ঐতিহাসিক ব্রোঞ্জ জেতা সহ বহু আন্তর্জাতিক বিভাগে বহু পদক জয়লাভ করেছেন। ২০১৮ সালে কমনওয়েলথ গেমসে মহিলাদের দ্বৈত বিভাগে তাঁর এবং এন. সিক্কি রেড্ডির জুটি ব্রোঞ্জ পদক এবং মিশ্র দলগত ইভেন্টে স্বর্ণপদক জিতেছেন। এভাবেই ভারতীয় মহিলা খেলোয়াড় হিসাবে দ্বৈত ও মিশ্র উভয় বিভাগে ভারতের সম্মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেছেন।^৬

অশ্বিনী পোন্নাপ্পা ১৯৮৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ব্যাঙ্গালোরে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা এম. এ. পোন্নাপ্পা এবং মাতা কাবেরী পোন্নাপ্পা। তাঁর পিতা 'ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক'র একজন ম্যানেজার এবং মা 'নিউ ইন্ডিয়া ইন্সুরেন্স কোম্পানি'তে কর্মরত ছিলেন। তাঁর একটি ছোট ভাইও আছে। তাঁর পিতা জাতীয় হকি খেলোয়াড় হলেও তিনি হকি থেকে ব্যাডমিন্টনকে বেশি পছন্দ করে মেয়েকে ব্যাডমিন্টন প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। অশ্বিনী সেন্ট জেভিয়ার্স গার্লস স্কুল; ব্যাঙ্গালোরে তাঁর স্কুল জীবন সম্পন্ন করেন এবং স্নাতকের জন্য তিনি হায়দ্রাবাদ পড়তে যান। ২০০১ সালে তিনি প্রথম জাতীয় পদক জয় করেন। ২০০৫ সালে ভারতীয় জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০০৭ সালের সাব-জুনিয়র মেয়েদের দ্বৈত বিভাগে তাঁর প্রথম জাতীয় পদক লাভ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ব্যাডমিন্টন ইতিহাসের জগতে। ২০০৫ ও ২০০৭ সালে জুনিয়র মেয়েদের দ্বৈত জাতীয় পদক জয়ের মাধ্যমে তিনি জাতীয় স্তরে বিশেষ পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন। ২০০৫ সালে জুনিয়র মেয়েদের দ্বৈত জাতীয় পদক জয় অন্যতম ছিল তাঁর খেলোয়াড় জীবনে। ২০১০ সালে দক্ষিণ এশিয়া গেমসে তিনি মিশ্র বিভাগে এবং দলগত বিভাগে স্বর্ণপদক জয়লাভ করেন। ২০১০ কমনওয়েলথ গেমসে তিনি জ্বালা গুট্টার সাথে মহিলাদের দ্বৈত বিভাগের স্বর্ণপদক জেতেন এবং এই বিভাগে ভারতের জন্য প্রথম স্বর্ণপদক জয়ের মধ্য দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। দেশের হয়ে পদক জেতার পর, অশ্বিনী এবং গুট্টার নাম ঘরে ঘরে পরিচিত হয়ে ওঠে।

২০১১ সালে অশ্বিনী ও গুট্টা জুটি তাঁদের সেরা পারফরমেন্স নিয়ে এসেছিলেন, তখন তাঁরা ইতিহাসের পাতায় নাম নথিভুক্ত করেছেন। প্রথম জাতীয় জুটি সারা বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের একটি পদক নিশ্চিত করার পর ভারত সহ সারা বিশ্বে তাঁদের নাম অবিসংবাদিতভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা এই প্রতিযোগিতার ১২ নম্বর ইন্দোনেশিয়ার জুটি বেটা মারিসা ও নাদায়া মেলাতাকে ১৭-২১, ২১-১০ ও ২১-১৭ হেটে হারিয়ে ফাইনালে ওঠেন। কিন্তু সেমিফাইনালে প্রতিযোগিতার পঞ্চম নম্বর জুটি চীনের দলের কাছে হেরে গিয়ে ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। অশ্বিনী ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিকে মহিলাদের দ্বৈত বিভাগে খেলেছিলেন। উদ্বোধনী মহিলাদের দ্বৈত প্রতিযোগিতায় জাপানের জুটি মিৎসুকি ফুজি ও রেইকা কাকিওয়ারার বিপক্ষে অশ্বিনী ও গুট্টার



জুটি হেরে যান। তাঁরা দলগত চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম জয়ী হন যখন তাঁরা ২৫-২৩, ১৬-২১, ২১-১৮ সেটে চীনা তাইপের জুটি ওয়েইন হেসিং এবং ইউ তিন চিয়েনকে পরাজিত করেন। অশ্বিনী ও গুটা মাত্র এক পয়েন্টের পার্থক্যে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছাতে পারেননি, যদিও তাঁরা তাঁদের শেষ বিভাগে সিঙ্গাপুরের শিনতা ভুলিয়া সারি ও দেই ইয়াত্তকে ২১-১৬ ও ২১-১৫ সেটে হারিয়ে দেন এবং জাপান ও তাইপের সাথে জয়ের সংখ্যা এক ছিল। শেষ বিভাগের প্রতিযোগিতার আগে বিশ্বের ৫ নম্বর জাপানি জুটি মিজুকি ফুজি ও রেইকা কাকিওয়াকে ১৯-২১, ১১-২১ সেটে এবং ১০ নম্বর চীনা তাইপের জুটি হেরে যান। ভারত প্রতিযোগিতার আয়োজকদের কাছে একটি আনুমানিক প্রতিবাদ দায়ের করে যে, জাপান ও চীনা তাইপের প্রতিযোগিতা সঠিকভাবে খেলা হয়নি এ বিষয়ে। তবে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশনের তরফ থেকে। অলিম্পিক গেমসের পর গুটা অস্থায়ীভাবে অবসর গ্রহণ করেন ব্যাডমিন্টন খেলা থেকে। ২০১৩ সালের অশ্বিনী সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য প্রদনয়া গান্দের সাথে জুটি বেঁধে খেলা শুরু করেন এবং সেই বছরের শেষের দিকে আবার জ্বালা গুটার সাথে জুটি বাঁধেন। ২৯ জুন, ২০১৫ সালে তিনি জ্বালা গুটার সাথে শীর্ষ স্থান অধিকারী ডাচ জুটি ইফজে মুশকেন ও সেলেনা সাইটে-কে পরাজিত করে কানাডিয়ান ওপেনে মহিলাদের শিরোপা অর্জন করেন। এভাবেই পুনরায় আবার দ্বৈত বিভাগে তাঁদের পথ চলা শুরু হয় এবং ভারতের মহিলা ব্যাডমিন্টনের ইতিহাসে নতুন নতুন রেকর্ড তৈরি হতে থাকে।^৬

২৪ ডিসেম্বর, ২০১৭ সালে অশ্বিনী ব্যবসায়ী ও মডেল করণ মোখাপ্পাকে বিবাহ করেন। ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন আয়োজিত ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের মহিলাদের দ্বৈত বিভাগের ২০১১ সালে লন্ডনে জ্বালা গুটাকে সঙ্গী করে প্রতিযোগিতা অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কমনওয়েলথ গেমসে মহিলাদের দ্বৈত বিভাগে ২০১০ ও ২০১৪ সালে জ্বালা গুটাকে জুটি করে এবং ২০১৮ তে এন.সিক্কি রেড্ডিকে জুটি করে খেলেছেন। সেই সঙ্গে এশিয় চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের দ্বৈত প্রতিযোগিতায় জ্বালা গুটাকে জুটি করে লুও ইয়িং ও ইটো ইয়ুর বিপক্ষে খেলেছেন। দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে ২০১৬ সালে গুয়াহাটিতে জ্বালা গুটাকে জুটি করে এন. সিক্কি রেড্ডি ও মানিশার বিরুদ্ধে খেলেছিলেন। এছাড়াও মিশ্র দ্বৈত বিভাগে ২০১৬ সালে মানু অ্যাট্রিকে সঙ্গী করে প্রাণাভ জেরি চোপড়া ও এন.সিক্কি রেড্ডির বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। মহিলাদের দ্বৈত বিভাগে 'মোদী ইন্টারন্যাশনাল সিরিজে' এন. সিক্কি রেড্ডিকে জুটি করে ২০১৭ সালে কামিল্যা বাইটার জুল ও ক্রিস্টিনা পেডারসনের বিপক্ষে খেলেছেন। ২০১০ ও ২০১৫ সালে জ্বালা গুটাকে জুটি করে যথাক্রমে ভারত ওপেন ও কানাডা ওপেন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং মিশ্রদ্বৈত মহিলা বিভাগের ২০১৭ সালের সৈয়দ মোদী ইন্টারন্যাশনাল সিরিজে বি. সুমিত্রের দিকে অংশীদার করে প্রণব চোপড়া ও এন. সিক্কি রেড্ডির বিপক্ষে লড়াই করেছেন। এর বহু পূর্বে ২০০৮ সালে বাহারিন আন্তর্জাতিক সিরিজে দ্বিতীয় স্থান দখল করে রৌপ্য পদক পান। ২০১৩ সালে মিশ্র দ্বৈত বিভাগে টাটা ওপেন ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্টে তরুণ কোনাকে জুটি করে অক্ষয় দেওয়ালকার ও প্রদনয়া গান্দের বিপক্ষে খেলেছেন। ওই বছরই জ্বালা গুটার সঙ্গে জুটি বেঁধে টাটা ওপেনে দ্বৈত মহিলা বিভাগে প্রদনয়া গান্দের ও এন. সিক্কি রেড্ডির বিপক্ষে লড়াই করে জয়ী হন।^৭



সাইনা নেহওয়াল (১৭ মার্চ, ১৯৯০): সাইনা নেহওয়াল ১৭ মার্চ, ১৯৯০ সালে হরিয়ানার হিসারের কাছে ধিন্দারে একটি জাঠ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ড. হরভির সিং নেহওয়াল এবং মায়ের নাম উষা নেহওয়াল। তাঁর বাবা কৃষিবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। তাঁর পিতা মাতা উভয়েই হরিয়ানার ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। বিদ্যালয় জীবনে প্রথম কয়েক বছর হিসারের ক্যাম্পাস স্কুল সিসিএসএইচএইউতে কাটান। তাঁর পিতা ড. হরভির সিং নেহওয়াল চৌধুরী চরণ সিং হরিয়ানা এগ্রিকালচারাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করছিলেন এবং এখান থেকেই তাঁদের আবাস বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী হিসেবে ড. হরভির সিং হায়দ্রাবাদের তৈলবীজ গবেষণা দপ্তরের স্থানান্তরিত হলে সাইনাও সেখানেই শৈশবের দিনগুলো অতিক্রম করেন। বিশ্ব ব্যাডমিন্টন অঙ্গনে তাঁর এই পদচারণা ডঃ হরভির সিং এবং মা-উষা নেহওয়াল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ও প্রভাবান্বিত করেন। সাইনা ভারতের ব্যাডমিন্টনের ইতিহাসে শীর্ষস্থানীয় মহিলা খেলোয়াড়। ২০১২ সালের সাংবাদিক ও প্রাক্তন এনডিটিভির সম্পাদক টিএস সুধীর নেহওয়ালের উপর একটি জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ভারতীয় পেশাদার ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। তিনি বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর খেলোয়াড় যিনি ২৪টিরও বেশি আন্তর্জাতিক খেতাব জিতেছেন, যার মধ্যে ১১টি 'সুপার সিরিজ' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০০৯ সালে তিনি বিশ্বের দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছেছিলেন, তবে ২০১৫ সালেই তিনি বিশ্বের এক নম্বর খেতাবটি জয় করতে পেরেছিলেন। এই কৃতিত্বের পর থেকে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ভারতের একমাত্র মহিলা খেলোয়াড়, যিনি স্বনামধন্য ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় প্রকাশ পাডুকোনের পর ভারতের দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসাবে এই কৃতিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাইনা নেহওয়াল অলিম্পিকে তিনবার ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং দ্বিতীয়বার তিনি দেশের জন্য একটি ব্রোঞ্জ পদক জয় করে এনেছিলেন।^৮

আট বছর বয়স থেকে সাইনার ব্যাডমিন্টন প্রতিভা প্রথম চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন অন্ধপ্রদেশের ক্রীড়া কর্তৃপক্ষের কোচ পিসিএস নানীপ্রসাদ রাও এবং সাইনার বাবা ড. হরভির সিং ও এ ব্যাপারে পূর্ণ সম্মতি দেখান। একথা অনস্বীকার্য যে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন অঙ্গনে সাইনার এই অবদান ও কৃতিত্বে ডঃ হরভির সিং এবং তাঁর মা উষা নেহওয়াল এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন, যা তাঁকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। মহিলা হিসাবে তিনি যে একজন বিখ্যাত খেলোয়াড় হয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে তাঁর পুরো পরিবার সর্বদা তাঁর পাশেই ছিল। সাইনা প্রথমে অন্ধপ্রদেশের 'স্পোর্টস একাডেমি' থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে পরবর্তীকালে হায়দ্রাবাদের 'পুল্লেলা গোপীচাঁদ অ্যাকাডেমিতে' চলে আসেন। ব্যাডমিন্টন ছাড়াও তিনি ছিলেন ক্যারাটে পারদর্শী, যেখান থেকে তিনি ব্রাউন বেল্টের খেতাব অর্জন। খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে ২০০৫ সালে চিনে থাকাকালীন নিরামিষ আহার গ্রহণ করা শুরু করেছিলেন।^৯

সাইনা ২০০০ সালে অনূর্ধ্ব-১৩ বিভাগে সাব-জুনিয়র জাতীয় খেতাব বর্জন করেন। আর এটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম সাফল্য। ২০০৪ সালে তিনি জুনিয়র জাতীয় খেতাবেও সমানভাবে পারদর্শিতা দেখান ও পদক যেতেন। এর তিন বছর পরে ২০০৭ সালে তিনি সিনিয়র জাতীয় চ্যাম্পিয়নের মর্যাদা লাভ করেন। সাব-জুনিয়র এবং জাতীয় সিনিয়র বিভাগের একক ও দ্বৈত বিভাগের সাইনা মোট ১৪ টি পদক জয়লাভ করেন। ২০০৫ সালে এই বিশিষ্ট ব্যাডমিন্টন তারকা 'এশিয়ান স্যাটেলাইট ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট' জিতে প্রথম



আন্তর্জাতিক খেতাব অর্জন করেছিলেন। ২০০৯ সালে তিনি অদिति মুতাতকারকে পরাজিত করে তাঁর প্রথম ভারত 'গ্রান্ড প্রিন্স' খেতাব অর্জন করেছিলেন। এক বছর পরে, মালয়েশিয়ার ওয়াং মেউ চু-কে পরাজিত করে সাইনা 'ইন্ডিয়া ওপেন টাইটেল' জয়লাভ করেন। ২০১৪ সালে তিনি পিভি সিন্দুকে পরাজিত করে 'ইন্ডিয়া গ্রান্ড প্রিন্স গোল্ড' খেতাব অর্জন করেন। ২০১৫ সালে তিনি প্রথমবারের জন্য 'সৈয়দ মোদী ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট' খেতাব যেতেন।^{১০}

সাইনা নেহওয়াল ২০০৬ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, যেখানে তিনি প্রথম রাউন্ডে জিয়ান ইয়াং জিওয়ার কাছে পরাজিত হন। সে বছর তিনি বিশ্ব জুনিয়র ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে 'অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। তবে দ্বিতীয় রাউন্ডে পরাজিত হন। পরবর্তীতে ওই বছরেরই জুলাই মাসে তিনি 'ওয়ার্ল্ড জুনিয়র ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের' দ্বিতীয় রাউন্ডেও পরাজিত হন। সদা উৎসাহী সাইনা কিন্তু দমে না গিয়ে এর ঠিক এক বছর পরে কমনওয়েলথ যুব চ্যাম্পিয়নশিপে বালিকা একক বিভাগের স্বর্ণপদক জয় লাভ করেন এবং তারপরেই বিশ্ব জুনিয়র ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপার আসনটি পান। তিনি ২০০৮ বেইজিং অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট হয়ে তখনকার মতো তাঁর যাত্রা শেষ করেন। ২০০৯ সালে তিনি ইন্দোনেশিয়া ওপেন জিতেছিলেন এবং ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশনের সুপার সিরিজের প্রথম ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। সেই বছরেই আগস্ট মাসে তিনি বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করেন, যেখানে তিনি কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। ২০১০ সালে 'অল ইন্ডিয়া ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ' এর সেমিফাইনালে উঠে ডেনমার্কের টাইনা রাসমুসেনের কাছে হেরে যান সাইনা। সেই বছরেই এপ্রিল মাসে তিনি 'এশিয়ান ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে' ব্রোঞ্জ পদকে ভূষিত হন এবং অক্টোবরে তিনি দিল্লিতে 'কমনওয়েলথ গেমসে' যথাক্রমে মহিলা একক এবং মিশ্র দলগতভাবে ব্রোঞ্জ পদক জয়লাভ করেন। এরপর ২১ অক্টোবর ২০১২ তে জার্মানির জুলিয়ান শেনক-কে হারিয়ে তিনি 'ডেনমার্ক ওপেন' জিতেছিলেন। এরপর তিনি অল ইংল্যান্ড সিরিজের সেমিফাইনালেও পৌঁছেছিলেন। তবে তিনবারের ওয়ার্ল্ড জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন রতনধ্বনোক ইস্তানের কাছে পরাজিত হন। ২ জানুয়ারি ২০১৪ সালে সাইনা বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের ব্রোঞ্জ পদক জয়ী পিভি সিন্দুকে হারিয়ে ইন্ডিয়া ওপেন গ্রান্ড প্রিন্স গোল্ড টুর্নামেন্ট জয়লাভ করেন। ২০১৪ সালের অস্ট্রেলিয়ান সুপার সিরিজের ফাইনালে সাইনা স্পেনের ক্যারোলিনা মেরিনকে হারিয়ে বিজয়ী শিরোপা লাভ করেন। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চলাকালীন ফিটনেস ইস্যু এবং চোটের কারণে তিনি ২০১৪ গেমস থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। ২০১৫ সালে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন সাইনা ফাইনালে ক্যারোলিনা মেরিনকে পরাজিত করে সৈয়দ মোদী ইন্টারন্যাশনাল কাপ জয় লাভ করেন। তিনি অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌঁছান এবং প্রথম ভারতীয় মহিলা শাটলার হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন। তবে ফাইনালে মেরিনের কাছে তিনি হেরে যান। এরপর তিনি ২৯ মার্চ, ২০১৫ তে রথনক ইন্টানকে পরাজিত করে ইন্ডিয়া ওপেনে প্রথমবারের জন্য মহিলাদের একক পদক লাভ করেন। ২৫ এপ্রিল সর্বশেষ ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশনের করলাম তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পরে সাইনা নেহওয়াল



বিশ্বের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হওয়ার আশ্বাস পেয়েছিলেন। যার ফলে তিনি মহিলা বিভাগে এই কীর্তি অর্জনকারী প্রথম ভারতীয় খেলোয়াড় হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সাইনা ২০১৬ সালের শুরুর দিকে চোট পেয়েছিলেন, তবে শেষ পর্যন্ত তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ওয়াং শিক্সিয়ানকে হারিয়ে ব্যাডমিন্টন এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে উঠে পদক অর্জন করেন। ২০১৭ সালে সাইনা মালেশিয়া মাস্টার্স টুর্নামেন্ট জয়লাভ করেছিলেন। তবে চোটের কারণে সে বছরের বেশিরভাগ সময় ভালো ফল করতে পারেননি তিনি। যদিও পরে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন এবং গ্লাসগোতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁর দ্বাদশ স্থান লাভ ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ২০১৮ সালে তিনি তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী পিভি সিন্ধুকুকে পরাজিত করার পরে কমনওয়েলথ গেমসের মহিলা একক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্বর্ণপদক জয় লাভ করেন এবং শেষ পর্যন্ত মিশ্র দলগত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলকে আরো একটি স্বর্ণপদক এনে দিয়েছিলেন। এরপরে তিনি এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক জয়লাভ করেন যা পুরো টুর্নামেন্টে তাঁর অর্জিত তৃতীয় পদক ছিল। ২০১৯ সালে তিনি ক্যারোলিনা মেরিন -এর বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্স কাপে প্রথম ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন সুপার খেতাব অর্জন করেন।। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁর এই অবিশ্বাস্য ধারাবাহিক রেকর্ডটি শেষ হয়েছিল যখন মিয়া লিচফেল্টের কাছে তিনি তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজিত হয়ে গিয়েছিলেন।

সাইনা নেহওয়াল ভারতের ব্যাডমিন্টনের ইতিহাসের শীর্ষস্থানীয় মহিলা প্রতিভাবান এক খেলোয়াড়। তিনি ২০১০ সালে 'রাজীব গান্ধী খেলরত্ন' পুরস্কার পান। তিনি ভারতের হয়ে ব্যাডমিন্টনে বেশ কয়েকটি রেকর্ড অর্জন করেছেন। তিনি একমাত্র ভারতীয়, যিনি প্রতিটি ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশনের প্রধান পৃথক প্রতিযোগিতায়, অলিম্পিকে, বি ডব্লিউ এফ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে এবং ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশনের ওয়ার্ল্ড জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপগুলিতে কমপক্ষে একটি করে পদক জিতেছেন। তিনি অলিম্পিক পদকজয়ী প্রথম ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকা খেলোয়াড়। ২০০৬ সালে সাইনা প্রথম ভারতীয় মহিলা এবং সর্বকনিষ্ঠ এশিয়ান হিসাবে 'ফোর স্টার টুর্নামেন্ট' জয়ী হয়েছিলেন। সুপার সিরিজের খেতাব অর্জনকারী প্রথম ভারতীয় হিসাবেও তাঁর গৌরব অনঅস্বীকার্য। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ২৮ মার্চ, ২০১৬ তে সাইনা নেহওয়ালকে পদ্মভূষণ পুরস্কার প্রদান করেন। ২০০৯ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত ইন্দোনেশিয়ার সুপার সিরিজ বা ইন্দোনেশিয়ান ওপেনে শীর্ষস্থানীয় চীনা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় ওয়াং লিন-কে পরাজিত করে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন তিনি। ২০১৪ সালের উবের কাপে তিনি ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন এবং অপরাজিত থেকে পদক জয় করেন। তাঁর ক্রীড়া প্রতিভা ভারতকে বৃহত্তর জগতে তুলে ধরেছিল, আর সেটি ছিল ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন প্রধান ফলাফলের প্রতিযোগিতায় ভারতের জয় করা প্রথম পদক। কমনওয়েলথ গেমসে তিনি এককভাবে দুটি স্বর্ণপদক ২০১০ এবং ২০১৮ তে জয় লাভ করেন। একজন অন্যতম সফল ভারতীয় মহিলা খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচিত সাইনা ব্যাডমিন্টনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য সর্বদা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন দৃঢ়তার সঙ্গে। ৭ এপ্রিল বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থার সর্বশেষ করলাম তালিকা অনুসারে তিনি বিশ্বের দু'নম্বর খেলোয়াড় হিসাবে তালিকায় ছিলেন। ভারতের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে তিনি অলিম্পিক পদক



জয় করেন। ২০১৬ সালে ভারত সরকার তাঁকে ভারত সরকার প্রদত্ত তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার পদ্মভূষণ উপাধিতে সম্মানিত করেছেন। এর আগে দেশের শীর্ষ দুটি ক্রীড়া সম্মান রাজীব গান্ধী খেলরত্ন এবং অর্জুন পুরস্কার দিয়ে ভারত সরকার তাঁকে সম্মানিত করেছে। একজন দক্ষ ক্রীড়াবিদ হওয়ার সাথে সাথে সাইনা নেহওয়াল একজন সমাজসেবী এবং সর্বাধিক দাতব্য অ্যাথলিটদের তালিকায় তিনি ১৮তম স্থান দখল করে আছেন।^{১১}

অলিম্পিকের মঞ্চে ব্যাডমিন্টনে ভারতবর্ষকে প্রথম পদক এনে দেওয়া সাইনা নেহওয়ালের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। ক্যারিয়ার জীবনের বেশ কিছু সময়ে তিনি বহুবার পরাজিত হয়েছেন কিন্তু সেই পরাজয় তাঁকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন। দেশকে সম্মানীয় পদক উপহার দিয়ে দেশের গৌরব ও সম্মানকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছেন। এই প্রতিভাবান ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সাইনা নেহওয়ালের সম্মানে একটি বায়োপিক অর্থাৎ আত্মজীবনীমূলক চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে যা ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের আরো অনুপ্রাণিত করবে বলে আশা করা যায়।

পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু-পিভি সিন্ধু (জন্ম: ৫জুলাই, ১৯৯৫): পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু ১৯৯৫ সালের ৫জুলাই হায়দ্রাবাদে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন ডানহাতি মহিলা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। তাঁর পিতার নাম পিভি রামানা এবং মায়ের নাম পি বিজয়া। তাঁর পিতামাতা উভয়েই জনপ্রিয় ভলিবল খেলোয়াড়। পিভি সিন্ধুর পিতা ভারত সরকার প্রদত্ত অর্জুন পুরস্কার লাভ করেন ২০০০ সালে। পিভি রামানা পেশাদার ভলিবল খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁর মেয়ে সিন্ধু ২০০১ সালে অল ইংল্যান্ড ওপেন ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন পুঞ্জলা গোপীচাঁদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ভলিবলের পরিবর্তে ব্যাডমিন্টন খেলা বেছে নেন। তিনি মাত্র আট বছর বয়স থেকে ব্যাডমিন্টন খেলতে শুরু করেন। সিন্ধু প্রথমে সেকেন্দ্রাবাদে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সংকেত প্রকৌশল ও টেলিযোগাযোগ ইনস্টিটিউটের ব্যাডমিন্টন কোর্টে মেহবুব আলির কাছে খেলার প্রারম্ভিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর তিনি পুঞ্জলা গোপীচাঁদের ব্যাডমিন্টন একাডেমিতে যোগদান করেন। যদিও সিন্ধুর কর্মজীবন সম্পর্কে 'দ্য হিন্দু'র এক সাংবাদিক লিখেছেন, "সত্য যে তাঁর বাসভবন থেকে ৫৬ কিলোমিটার দূরত্বে, তিনি দৈনিক কোচিং ক্যাম্পের সঠিক সময় পৌঁছাতেই, সম্ভবতঃ একজন ভালো ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হবার জন্য তাঁর প্রয়োজনীয় কঠোর পরিশ্রম এবং প্রতিশ্রুতির প্রতি তাঁর প্রবল ইচ্ছার প্রতিফলন"। গোপীচাঁদ এই প্রতিনিধির মতামতকে সমর্থন করে তিনি বলেন যে, 'সিন্ধুর খেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর মনোভাব এবং কখনও হারবো না মনোবল'^{১২}

টিভি সিন্ধু ২০১৬ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে জাপানের নোজমি ওকুহারাকে ২১-১৯, ২১-১০ স্কোরে পরাজিত করে মহিলাদের একক বিভাগের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছান এবং রৌপ্য পদক নিশ্চিত করেন। ২০২০ সালের টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক জয় করে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেন। মহিলা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হিসেবে এটি ভারতের কাছে একটি গর্বের বিষয়। সিন্ধুই ভারতের একমাত্র মহিলা খেলোয়াড় যিনি দুটো অলিম্পিকে পদক জয় করেছেন।



পিভি সিঙ্কু ইতিপূর্বে ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশনের করলাম তালিকায় শীর্ষ ২০তম স্থান দখল করেছিলেন। ১০ আগস্ট ২০১৩ সালে সিঙ্কু প্রথম ভারতীয় মহিলা একক খেলোয়াড় যিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদক যেতেন। ৩০ মার্চ ২০১৫ তে তিনি ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ সম্মান পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন। ১৮ আগস্ট ২০১৬ সালে তিনি রিও অলিম্পিকে সেমিফাইনালে জাপানের নোজমি ওকুহারাকে পরাজিত করেন। তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি অলিম্পিকে মহিলাদের ব্যাডমিন্টনে একক বিভাগে ফাইনালে পৌঁছান। ১৯ আগস্ট ২০১৬ সালে তিনি গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের ফাইনালে প্রথম সেটে বিশ্বের প্রথম স্থান অধিকারী ক্যারোলিনা মেরিনের বিরুদ্ধে ২১-১৯ স্কোরে জয়লাভ করেন। তিনি দ্বিতীয় সেটে ১২-২১ স্কোরে পরাজিত হন। তৃতীয় সেটে ১৫-২১ স্কোরে পরাজিত হয়ে রৌপ্য পদক নিশ্চিত করেন। তিনি প্রথম মহিলা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় যিনি অলিম্পিকের রৌপ্য পদক জয় লাভ করেন। তিনি ভারতের সব থেকে কম বয়সী মহিলা খেলোয়াড় যিনি অলিম্পিকের শিরোপা জয়লাভ করেছিলেন।^{১৩}

তিনি একক বিভাগের খেতাব জয় করেন ছ'টি। ২০১১ সালে ইন্দোনেশিয়া আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ফ্রান্সিসকো রত্নাসাবিকে, ২০১৩ তে ম্যাকাও ওপেনে মিশেল লি-কে, ২০১৩ তে মালয়েশিয়া মাস্টার্সে ও জওয়ান-কে, ২০১৪ সালে ম্যাকাও ওপেনে কিম হিও মিন-কে, ২০১৫ তে ম্যাকাও ওপেনে মিন্টাসু মিটানিকে এবং ২০১৬ সালে মালয়েশিয়া মাস্টার্স টুর্নামেন্টে কার্সটি গিলমোর-কে পরাজিত করে চূড়ান্ত পদক জয়লাভ করেন। এছাড়াও এককভাবে পাঁচবার দ্বিতীয় স্থান লাভ করে রৌপ্য পদক যেতেন। ২০১১ সালে ডাচ ওপেনে ইয়াও জে-র কাছে, ২০১২ তে সৈয়দ মোদী আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় লিভাওয়েনি ফানেউ-র কাছে, ২০১৪ সালে সৈয়দ মোদী আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সাইনা নেহওয়ালের কাছে, ২০১৫ তে ডেনমার্ক ওপেনে লি জুইরুই-র কাছে, ২০১৬ তে এশিয়ান গেমসে রুথভিকা শিবানীর কাছে পরাজিত হয়ে রৌপ্য পদক লাভ করেন। এই খেলাগুলি ছিল সুপার সিরিজ প্রিমিয়ার, গ্রান্ড প্রিক্স গোল্ড এবং গ্রান্ড প্রিক্স টুর্নামেন্ট জাতীয় খেলা।

২০১৪ সালে সিঙ্কু বিশ্বে করলাম তালিকায় স্থান ছিল ৯তম এবং ২০১৬ সালে ছিল ১০তম। তিনি ২০১৬ রিও এবং ২০২০ টোকি অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। মহিলাদের একক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেছেন ২০১৩ সালের কোপেন হেগেন, ২০১৪ এর গুয়াং ঝাও, ২০১৬ সালের গ্লাসগো, ২০১৮ সালের নানজিং, ২০১৯ সালের ব্রাসেলস ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ টুর্নামেন্ট। সিঙ্কু উবের কাপে খেলেছেন নতুন দিল্লিতে ২০১৪ সালে মহিলা দলে এবং দলগতভাবে ২০১৬ সালের কুনশান উবের কাপে। তিনি এশিয়ান গেমসে খেলেছেন ২০১৪ সালে দলগত বিভাগে এবং ২০১৮ সালে জাকার্তায় দলগত বিভাগে। পাশাপাশি কমনওয়েলথ গেমসে মহিলা এককে ২০১৪ সালের গ্লাসগো এবং ২০১৮ এর গোল্ডকোস্টের প্রতিযোগিতায় একক বিভাগে। আবার ২০১৮ সালের মিশ্র বিভাগেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের সিঙ্কু থাইল্যান্ডে ২০১০ সালে মহিলা একক বিভাগে খেলেছেন। দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে ২০১৬ সালের মহিলা একক এবং দলগত উভয় বিভাগে তিনি খেলেছেন। এছাড়াও কমনওয়েলথ যুব গেমসে ডগলাসে ২০১১ সালে বালিকা একক বিভাগে খেলেছিলেন। এর সঙ্গে এশিয়ান জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে লখনৌতে ২০১১ তে মিশ্র ও একক বিভাগে এবং ২০১২ সালে বালিকা একক বিভাগে তিনি খেলেছেন।



সিন্ধু ২০২২ সালে বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে অংশগ্রহণ করে ভালো ফল করেছেন। তিনি দুরন্ত ফর্ম বজায় রেখে মহিলা এককে কানাডার মিশেল লি-কে ২১-১৫ ও ২১-১৩ সেটে এক প্রকার উড়িয়ে দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়ে স্বর্ণপদক জয়লাভ করেন। এর আগে কমনওয়েলথ ব্যাডমিন্টনে একক মহিলা বিভাগে কখনো কোনো ভারতীয় স্বর্ণপদক পাননি। এই প্রথমবার সেই লক্ষ্য পূরণ হলো সিন্ধুর হাত ধরে। সিঙ্গাপুর ওপেনের পর এবার কমনওয়েলথ গেমসে ফের আর একবার নিজের জাত চেনালেন সিন্ধু। দু'বারের অলিম্পিক পদকজয়ী এই ভারতীয় শাটলার ২০২২ সালের কমনওয়েলথ গেমসে স্বর্ণপদক জয় লাভ করে ভারতের সম্মান বিশ্বের দরবারে বৃদ্ধি করেছেন। এর আগে মহিলা একক বিভাগে গ্লাসগোতে ব্রোঞ্জ ও গোল্ডকোস্টে রৌপ্য পদক জিতেছিলেন পি ভি সিন্ধু। ইতিপূর্বে মিশেলের কাছে হেরে গিয়ে স্বর্ণপদক জেতার স্বপ্ন দূরীভূত হলেও ২০২২ সালে তিনি স্বর্ণপদক জিতে তার যোগ্য জবাব দিয়েছেন।^{১৪}

ঋতুপর্ণা দাস (জন্ম: ২ অক্টোবর, ১৯৯৬): ভারতীয় মহিলা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের মধ্যে ঋতুপর্ণা দাস অন্যতম। ১৯৯৬ সালের ২ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার হলদিয়াতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও একজন ডানহাতি ব্যাডমিন্টন তারকা। ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশনের তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ সালে মর্যাদাক্রমে সর্বোচ্চ স্থান ছিল ৪৪তম। ২০২২ সালে বিশ্বে পর্যায়ক্রমে তাঁর স্থান ছিল ৮৫ তম। তিনি ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশনের আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ সিরিজেও অংশগ্রহণ করে তিনবার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে তিনটি রৌপ্য পদক অর্জন করেছেন ঋতুপর্ণা।

মহিলাদের একক বিভাগে ২০১৬ সালে পোলিশ আন্তর্জাতিক সিরিজে ভারতের অপর প্রতিপক্ষ রশিকা রাজেকে ১১-২১, ২১-৭ ও ২১-১৭ সেটে হারিয়ে তিনি বিজয়ী হন। ২০১৬ তে ভারতীয় আন্তর্জাতিক সিরিজে রুথভিকা শিবানীকে ১১-৭, ৮-১১, ১১-৭, ১৪-১২ সেটে হারিয়ে প্রথম স্থান দখল করেন। ২০১৮ সালে বেলজিয়ান আন্তর্জাতিক সিরিজে লিন-ইং-চুন এর কাছে ১৬-২১, ১৬-২১ সেটে হেরে দ্বিতীয় স্থান দখল করে রৌপ্য পদক পান। ঐ বছরেই পোলিশ আন্তর্জাতিক সিরিজে ভারতের ব্রুশালি গুম্মাডিকে ২১-১১ ও ২১-১৪ সেটে হারিয়ে প্রথম স্থান দখল করেন। ২০১৯ সালের দুবাই আন্তর্জাতিক সিরিজে ম্যাকো উরুশিজাকি-র কাছে ২১-২৩ ও ১৭-২১ স্কোরে হেরে দ্বিতীয় স্থান দখল করেন। ২০১৯ সালে অপর একটি প্রতিযোগিতায় ইতালীয় আন্তর্জাতিক সিরিজে কেরোলিনা মেরিনের কাছে হেরে যান। এবার তিনি দ্বিতীয় স্থান দখল করেন। এভাবে তিনি ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতা, ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন আন্তর্জাতিক সিরিজ প্রতিযোগিতা ও ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ভবিষ্যৎ সিরিজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করেন। যা ভারতীয় খেলাধুলার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা করে।^{১৫}

তাসনিম মীর (জন্ম: ১৩মে, ২০০৫): গুজরাটের মেহসানা-তে ১৩ মে ২০০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন তাসনিম মীর। তিনি ভারতের একজন অন্যতম বিখ্যাত তরুণী ডানহাতি ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। ২০২২ সালের ১৪ জানুয়ারিতে ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশনের দ্বারা প্রকাশিত অনুর্ধ্ব-১৯ বিভাগের খেলোয়াড়দের পর্যায় তালিকায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এর আগে কোনো ভারতীয় ব্যাডমিন্টন



খেলোয়াড় এই সম্মান পাননি। তিনি বালিকাদের একক ও দ্বৈত বিভাগের অংশগ্রহণ করে থাকেন। বর্তমানে অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে তিনি বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড়।

২০১৭ সালে ‘পুল্লেলা গোপীচাঁদ একাডেমিতে’ প্রশিক্ষণ নেন। ২০২০ সাল থেকে তিনি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে থাকেন। ২০২০ সালে তিনি ‘আসাম ব্যাডমিন্টন একাডেমি’ গুয়াহাটিতে প্রশিক্ষণ নিতে থাকেন। ২০২১ সালে বুলগেরিয়ান জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ, আল্লস ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ এবং বেলজিয়াম জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে জয় লাভ করেন। ঐ বছরেই তিনি থমাস কাপ এবং উবের কাপে ভারতীয় দলের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত এবং অংশগ্রহণ করেছিলেন। সর্বোপরি ২০২২ সালে বালিকা একক অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে বিশ্বে এক নম্বর স্থান দখল করেছেন তাসনিম মীর।^{১৬}

ভারতীয় সামাজিক পরিবেশে নারী যুগে যুগে গৃহের অন্তরমহলে বন্দি থেকেছে। তাঁদের ক্রীড়াক্ষেত্রও ছিল বাড়ির অভ্যন্তরে-অন্তরমহলে। কিন্তু আধুনিক যুগের নারীরা সব বাধা অতিক্রম করে ক্রীড়াক্ষেত্র সহ সমাজের সর্বক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভারতীয় নারী বর্তমানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। আর সেক্ষেত্রে তাই আমরা দেখতে পাই, ব্যাডমিন্টন খেলার মাধ্যমেও ভারতীয় নারীরা বিশ্ব দরবারে ভারতকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এদিক থেকে বিচার করলে ভারতীয় মহিলা খেলোয়াড়রা ক্রীড়া জগতের আইকন হিসেবে বিবেচিত। তাঁরা পুরুষের সঙ্গে সমানে টেক্কা দিয়ে চলেছে। তারা অলিম্পিক, কমনওয়েলথ, এশিয়ান গেমস সহ প্রকৃতি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে বিভিন্ন পদক জয়লাভ করে বিশ্বে ভারতের গৌরব শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সত্ত্বেও দেখা যায়, বহু ক্ষেত্রেই মেয়েরা পুরুষ খেলোয়াড়দের সমান সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। এই বঞ্চিত বৈষম্যের অবসান ঘটলে ভারতের মহিলা ক্রীড়াঙ্গণ আরো উন্নত হবে এবং ভারত জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।)

তথ্যসূত্র

১. BWF Olympics, Badminton-the Olympic Journey, olympics.bwfbadminton.com, February 23, 2022.
২. Mumbai Masters, Aparna Popat, Badminton India, Archive, August 14, 2013.
৩. Ibid.
৪. Jwala Gutta, BWF, Pub: February 29, 2016.
৫. The Deccan Herral, Archive, On the border of hope, 09.04.2008.
৬. Verma, Devarchif, Ashwini Ponnappa ties the knot with long-time boyfriend Karan Medappa, Hindustan Times, Mumbai, December 25, 2017.



৭. Ibid.

৮. Badmintoncentral.com.^

৯. News.onindia.in/2010-09-24/ Archive, Dated:29.06..2011.

১০. NDTV, Interview with Saina Nehwal, Your Call with Saina Nehwal, www.ndtv.com.

১১. Singh, Amanpreet, Saina: The Untold Story, The Tribune, 14.08.2008.

১২. Subramanyam, V.V, Shuttler Sindhu is the star to watch out for, The Hindu, Chennai India, October 20, 2010.

১৩. আনন্দবাজার পত্রিকা, সাইনার সূর্যাস্তের দিন ঐতিহাসিক সূর্যোদয় সিন্ধুর, আগস্ট ১২, ২০১৩।

১৪. abp আনন্দ Live, web desk, 8 August, 2022.

১৫. Avinash, Ramachandran, World Badminton Championships2017: Rituparna Das Chance to gain much-needed exposure and recognition, Firstpost, Date:17.09.2018; Rituparna Das, BWF.tournamentsoftwere.com.

১৬. msn.com, Tasnim Mir, first Indian girl to become junior World No.1, January 13, 2022.